চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ঢেঁকি মার্কার নিবার্চনী ইশতেহার ঘোষনা

আগামী ৭ জানুয়ারী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বচনে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের স্বতন্ত্র পদপ্রার্থী ঢেঁকি মার্কার প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর্জা শাহারিয়ার মাহমুদ লন্টুর নিবার্চনী ইশতেহার ঘোষনা করলেন সংবাদ সম্মেলনে।

গতকাল বুধবার সকাল ১১ টার দিকে চুযাডাঙ্গা-২ নির্বাচনী এলাকার দর্শনা বাসস্ট্যান্ডে অবস্থিত ঢেঁকি মার্কার প্রধান অফিসে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্টিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বলেন নেতা কর্মিদের উপস্হিতিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী মির্জা শাহারিয়ার মাহামুদ লন্টু বলেন আমাকে নির্বাচনি এলাকায় স্বাধীনভাবে প্রচার প্রচারণায় ব্যাপক বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে,আমার নেতা কর্মিদেরকে হাত পা ভেঙে দেয়ার হুমকি এবং ভোট কেন্দ্রে না যাওয়ার হুমকি ধামকি দেয়া হচ্ছে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন।

আগামী ৭ই জানুয়ারি-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে, ৮০ চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের স্বতন্ত্র পদপ্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর্জা শাহারিয়ার মাহমুদ লন্টুর নিবার্চনী প্রতিশ্রুতি’তে তিনি বলেন, তিনি চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য পদে নির্বাচিত হলে এলাকার জনগনের কল্যাণে এলাকায় স্থায়ীভাবে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার করণীয় সমূহ অগ্রাধীকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হবে।

উন্নয়নের সকল সম্ভাবনা পর্যালোচনা করে নির্বাচনী এলাকার জনগনের মতামতের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা হবে।

কর্মমুখী শিক্ষা বিস্তার এবং কর্মসংস্থানের উপর যথাযথ কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে। দুর্নীতি ও মাদক নির্মূলে সর্বোচ্চ গুরত্বারোপ করে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিল, বাওড়, খাল, হাট-বাজার জবরদখল করে সরকারি রাজস্ব আয় ফাঁকি দিয়ে লুটপাটের যে মহাউৎসব চলছে তা বিদ্যমান আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে দূর করা হবে।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জনগনের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে করণীয় কাজগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে সম্পাদন করা হবে।

এলাকায় চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরো সুসংগঠিত করার জন্য দামুড়হুদা, দর্শনা, জীবননগরসহ সম্ভাব্য স্থানে আধুনিক হাসপাতাল স্থাপন করা হবে।

নারীর ক্ষমতায়নে সুনিদিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। স্থানীয় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে কৃষক ভাইদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নিশ্চিত করা হবে। কৃষি বাণিজ্যিক করণ করার কার্যক্রম তরান্বিত করার উদ্যোগ গ্রহন করা হবে।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জীবননগর, দামুড়হুদা, দর্শনা, তিতুদহ, বেগমপুর, গড়াইটুপি ও নেহালপুর বাংলাদেশের নিবিড় কৃষি অঞ্চল হিসেবে পরিচিত এই বিষয়টি বিবেচনায় এনে কৃষি শিক্ষার উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হবে। এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে রাস্তা-ঘাটের সংস্কার ও নির্মানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় বিদ্যমান সমস্যা দুর করে আরো সুসংগঠিত করা হবে।
যুব সমাজের আইটি দক্ষতা বৃদ্ধি করে ঘরে বসে রোজগারের ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে সুনিদিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। খেলাধুলা সহ সাংস্কৃতিক কার্যক্রম জোরদার করা হবে। যুবকদের মাদক থেকে দূরে রাখতে ওয়ার্ড ভিত্তিক খেলার মাঠ তৈরী করা হবে। দর্শনা এবং জীবননগরের পূর্ণাঙ্গ স্থলবন্দর প্রতিষ্টার কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হবে।

ঐতিহ্যবাহী কেরু এন্ড কোম্পানির সম্পদ ব্যবহারে দুর্নীতি ও অনিয়ম দূর করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চোরাচালান বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনগনের মধ্যে সমন্বয় করে জেলার সার্বিক উন্নয়নে সম্ভাব্য সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ সকল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সহয়তা করার জন্য ঢেঁকি মার্কা প্রতীকে আপনার মূল্যবান রায় চেয়ে সকলের কাছে ঢেঁকি মার্কায় ভোট চাইলেন।

এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান মনজু, জীবননগর উপজেলা আ লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম,

বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক কৃষিবিদ হামিদুর রহমান, ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক কামাল উদ্দিন আহম্মেদ সান্টুসহ মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিকসহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় ফ্রিজ প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী রাজ্জাক খানের নির্বাচনী জনসভা

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ সিআইপির ফ্রিজ প্রতীকের নির্বাচনী সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকালে চুয়াডাঙ্গা শহরের পুরাতন ষ্টেডিয়ামে মাঠে মুক্তিযুদ্ধের সাবেক জেলা কমান্ডার আবু হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের ফ্রিজ মার্কা প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপকমিটির সদস্য দৈনিক গড়ব বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ সিআইপি।

এ সময় জনসভায় চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার মানুষ গণজমায়েতে সৃষ্টি করে।

জনসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহ্বায়ক ও সাবেক পৌর মেয়র ওবাইদুর রহমান চৌধুরী জিপু,চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজের পত্নী দিলরুবা তনু স্বাগত বক্তব্য বলেন আপনারা আর কত অবহেলিত থাকবেন, ঘুড়ে দাড়ানোর সময় এসেছে চুয়াডাঙ্গার জনগণের। আগামী ৭ জানুয়ারি আপনারা আপনাদের ভাগ্যোর পরিবর্তন করুন, ন্যায় ইনসাফ শান্তি শিক্ষা ও আধুনিক



জেলা গঠনে ফ্রিজ মার্কায় ভোট দিন।

বিশেষ অতিথি চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহ্বায়ক ওবাইদুর রহমান চৌধুরী জিপু বলেন, আমরা কোন প্রতিপক্ষ কে ভয় পায়
না আমার নির্বাচনের সময় আমাকে দুইবার গুলি করে মেরে ফেলার চেষ্টা
করা হয়েছিলো। তারপরেও আপনাদের দোয়া ও ভালোবাসায় বেঁচে আছি, আপনাদের সমর্থন নিয়ে পাঁচ বছর পৌর বাসীর সেবা করেছি।

তিনি আরো বলেন আমাদের প্রার্থী আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ একজন সং নির্ভীক ও ধর্ম পরায়ন ব্যাক্তি, সুতরাং আগামী ৭ জানুয়ারি ফ্রিজ মার্কায় ভোট দিয়ে যোগ্য প্রার্থী আলহাজ্ব রাজ্জাক খানকে জয়যুক্ত করুন, এ সময়, হাজার হাজার নেতাকর্মী ও সমর্থকদের বাঁধভাঙ্গা উল্লাসে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ বলেন আজকের জনসমাবেশে দেখে আনন্দিত ও উচ্ছাছিত আপনাদের দোয়া ও ভালোবাসায় আমি ও আমার পরিবার মুগ্ধ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছরেরও চুয়াডাঙ্গার দৃশ্যমান কোন উন্নয়ন হয়নি। এই জনপদের অবহেলিত মানুষ শিক্ষা স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের রাষ্ট্রিয় সুযোগ থেকে বঞ্চিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দলীয় প্রার্থীর পাশাপাশি স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ভোট করার নির্দেশনা দিয়েছেন, যাতে এলাকার জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জনগণের ভোটে জাতীয় সংসদে আসতে পারেন ও জনগণের সেবা করতে পারেন। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া এই স্বাধীন রাষ্ট্রকে স্মার্ট রাষ্ট্র তৈরি করার এ প্রত্যয় আজ ও আগামীর প্রজন্মের জন্য এই প্রত্যায় চুয়াডাঙ্গা জেলাকে স্মার্ট ও আধুনিক জেলায় রূপান্তর করতে হলে প্রয়োজন বিশ্বমানের একটি হাসপাতাল। এলাকার কৃষি ও কৃষকের ভাগ্যর পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন কৃষির আধুনিকীকরণ ও একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করন। পাশাপাশি বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন সময় উপযোগী শিল্প অঞ্চল গড়ে তুলা। যা আমি আমার নির্বাচনের ইশতেহারে রেখেছি। আমি আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমত ও

আপনাদের দোয়া ও ভালোবাসায় আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনাদের সমর্থন ও ভোটে জয়যুক্ত হয়ে এই এলাকার অধিকার বঞ্চিত মানুষের পাশে থাকবো এবং সেবার মহিমায় সকলকে নিয়ে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী জেলায় রূপান্তর করবো এই কারনে শেষ বারের মতো আপনাদের দোয়া ও সমর্থন চাচ্ছি এবং আমার প্রতীক ফ্রিজ মার্কায় ভোট প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি।



এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাজ্জাক খানের পত্নী দিলরুবা তনু ও পুত্র আল-আকসা তানজিম খান, চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সৈয়দ ফরিদ আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান হাফিজ, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বাড়াদী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও জেলা যুবলীগের সদস্য শরিফ হোসেন দুদু, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জানিফ, জাকির হোসেন জ্যাকি, স্বেচ্ছাসেবক লীগের চুয়াডাঙ্গা সদর শাখার সভাপতি জুয়েল রানা, সাধারণ সম্পাদক ও পৌর কাউন্সিলর মাফিজুর রহমান মাফি, মুফতি আব্দুল্লাহ, জেলা পরিষদ সদস্য মিজানুর রহমান জান্টু, টিটু আহমেদ আবুল কালাম, নুরুল ইসলাম, মস্তফা খান, রবজেল আলী, ফয়ছাল, বাদশা, টুটুল, উজ্জল বিশ্বাস, মিলন, ফারুখ, সোহেল, সাজ্জাত, শুকুর আলী, জিহাদ, শেখ গোলাম মস্তফা শওকত, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমান, প্রমুখ।

ঝিনাইদহে স্বতন্ত্র প্রার্থী ঈগল প্রতীকের জোর প্রচার প্রচারণ

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-২ আসনের প্রার্থীদের চলছে প্রচার প্রচারণা। ভোট প্রার্থনা করতে গ্রামে গ্রামে ছুটছেন প্রার্থীরা। পাড়া-মহল্লা, গ্রাম-গঞ্জে ভোটারদের সাথে চলছে গণসংযোগ। ঝিনাইদহে স্বতন্ত্র প্রার্থী ঈগল প্রতীকের নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুলের নির্বাচনি পথসভায় ভোটারদের গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি পাড়ায় মহল্লায় সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত নির্বাচনী এলাকায় গণসংযোগ করছেন।

আজ মঙ্গলবার বিকালে সদর উপজেলার কালীচরণপুর ইউনিয়নের বালিয়াডাঙ্গা হাইস্কুল মাঠে এক পথ সভায় বক্তব্য রাখেন তিনি।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পোড়াহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হিরণ, কালীচরণপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম ও তার ছোট ভাই প্রজ্জ্বলসহ বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা। পরে শহরে ঈগল পাখি মার্কায় ভোট চেয়ে নির্বাচনী মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়াও সন্ধ্যায় সদর উপজেলার বাসুদেবপুর বাজারে নির্বাচনী পথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি আগামী ৭ জানুয়ারী ঈগল পাখি মার্কায় সকলের নিকট ভোট প্রার্থনা করেন।

গাংনীতে স্বতন্ত্র প্রার্থী মকবুল হোসেনের সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী ডাক্তার এ এসএম নাজমুল হক সাগরের কর্মী-সমর্থক সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের

চেয়ারম্যান মশিউর রহমান ও বামুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস নৌকার প্রার্থীর পক্ষে প্রচারনাকালে একটি মহল্লায় সাধারণ ভোটারদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন,যারা নৌকায় ভোট দিবেন তারাই শুধু ভোট কেন্দ্রে যাবেন, নৌকার ভোট দিতে না চাইলে কেন্দে আসার দরকার নাই। নৌকা প্রার্থীর একটি পথসভায় বক্তব্যকালে তিনি নৌকায় ভোট না দিলে বাড়িতে থাকবেন বলে মন্তব্য করেছেন।

এছাড়াও নির্বাচনে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ন হুমকি-ধামকি ও সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বন্ঞিত রাখার হুমকি প্রদান করে আসছেন। এবং নৌকার প্রার্থীর অন্যান্য কর্মীরাও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে সাধারণ ভোটারদের মাঝে ভোট কেন্দ্রে না আসার জন্য ভীতি প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছে বলে অভিযোগ করেছেন মেহেরপুর -২ (গাংনী) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন।

আজ সোমবার দুপুরে স্বতন্ত্র প্রার্থী মকবুল হোসেনের নিজ বাস ভবনে সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করেন। সংবাদ সম্মেলন শেষে সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক কৃষিবিদ আশরাফুল ইসলাম সপন।

লিখিত বক্তব্যে বলেন, তিনি বলেন,আমার নির্বাচনী এলাকায় কর্মী- সমর্থকরা যাতে ভোট কেন্দ্রে না যেতে পারে সেজন্য আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থীর লোকজন হুমকি-ধামকি অব্যাহত রেখেছেন। শুধু তাই তারা নির্বাচন কমিশনের নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে একাধিক নির্বাচন ক্যাম্প তৈরী করেছেন।

যা নির্বাচন কমিশনকে বৃদ্ধা আঙ্গুলি দেখানো হয়েছে । তাই,আমার কর্মী-সমর্থকরা নির্বাচনী মাঠে এখনও মাথা ঠান্ডা রেখেছে। আমরা কোন অপ্রীতিকর ঘটনার অবতরণ না হওয়ার আগে আইনগত ব্যাবস্থা নেয়ার দাবী করা করা হয়।

এমন অবস্থায় বিষয়টি নজরে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সাংবাদিকদের মাধ্যমে নির্বাচনী কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের

সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম স্বপন, জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য ইয়াসিন রেজা,গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মকলেছুর রহমান মুকুল, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক কৃষি বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম শাহ,আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা যথাক্রমে- মোজাম্মেল হক,আব্দুল বারী,আলী আজগর,শামসুজ্জামান মঙ্গল,গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন,সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশ,জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি সাহিদুজ্জামান শিপু প্রমুখ।এসময় বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানের পথসভা

মেহেরপুরের কুতুবপুর ইউনিয়নে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নানের ট্রাক প্রতীকের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি এ্যাড. মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান (ছোট), মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ইদ্রিস আলী মাষ্টার, মেহেরপুর জেলা তাঁতীলিগের সভাপতি সুবাদ আলী, মেহেরপুর জেলা পরিষদের সদস্য ইমতিয়াজ হোসেন মিরন, কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম

মোস্তফা, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি হাজী সাইফুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন মন্টু, মেহেরপুর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সভাপতি আরিফুল ইসলাম আরিফ, কুতুবপুর ইউনিয়ন ২নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি সোহান রেজা, আরিফুল ইসলাম আরিফ সহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থীর সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহ-২ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী ঈগল প্রতীকের নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং নৌকা প্রতীকের সমর্থকদের দ্বারা সন্ত্রাসী হামলার বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছে।

শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টায় ঝিনাইদহ মুসা মিয়া আইসিটি ইনকিউবেটর সেন্টারে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
সংবাদ সম্মেলনে ঈগল প্রতীকের প্রার্থী মহুল বলেন আমি নির্বাচনে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চেয়েছিলাম কিন্তু দিনকে দিন নৌকা প্রতীকের সমর্থকরা বেপরোয়া ভাবে আমাদের সমর্থকদের উপরে হামলা মামলা অব্যাহত রেখেছে।

এপর্যন্ত আমাদের ৫০জন কর্মী সমর্থককে মারধর করে অহত করেছে। অনেকে এখনো ফরিদপুর ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। এছাড়া নির্বাচনী অফিস, প্রচার মাইক, ব্যবহৃত গাড়ী এবং সমর্থকদের বাড়িতে পর্যন্ত হামলা করেছে। এবিষয়ে ১৬টির মত মামলা হয়েছে। এসময় তিনি আহতদের ছবি, ভিডিও চিত্র এবং কিছু আহতদের সরাসরি দেখান। তিনি বলেন সবচেয়ে দুঃখ জনক ব্যাপার হলো ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি সাহেবের নিকট অভিযোগ দিলে তা সহজে আমলে নেন না অথচ আমদের সমর্থকরা কাউকে না মারলেও একটি কাউন্টার মামলা নেন এবং তাতে

মেহেরপুর-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানের পথসভা

মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের বারাদি ইউনিয়নে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নে মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নানের ট্রাক প্রতীকের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের মনোনীত স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি এ্যাড. মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ও বারাদি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আরমান আলী, মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, মেহেরপুর পৌর যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শহিদুজ্জামান সুইট, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল রানা, মেহেরপুরের বারাদি ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আল হামদু, মেহেরপুর জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি টনিক বিশ্বাস, বারাদি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ন সম্পাদক আরিফুল ইসলাম লিটন সহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

কুষ্টিয়া-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীকে বিজয়ী করার ঘোষণা উপজেলা আ’ লীগের নেতাদের

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে ১৪ দলীয় জোট প্রার্থী ও জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হাসানুল হক ইনুকে সমর্থন না দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতারা।

তাঁরা ইনুর নৌকা প্রতীকের বদলে আওয়ামী লীগের মনোনয়নবঞ্চিত স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুল আরেফিনকে (ট্রাক প্রতীক) সমর্থন দেওয়ার ঘোষণা দেন।

মিরপুর ও ভেড়ামারা উপজেলা নিয়ে গঠিত কুষ্টিয়া-২ আসন। স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুল আরেফিন মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি সদ্য উপজেলা পরিষদের পদত্যাগকারী চেয়ারম্যান। তিনি দেশসেরা উপজেলা চেয়ারম্যান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকেও পদক লাভ করেন।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন নেতারা।

সংবাদ সম্মেলনে মিরপুর উপজেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, ১১টি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং পৌরসভার কাউন্সিলররা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এ সময় জাসদের কর্মী-সমর্থক ও হাসানুল হক ইনুর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করেন। তাই তাঁরা একাট্টা হয়ে মাঠে সরব থাকবেন।

উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল হালিম বলেন, ১৫ বছর ১৪ দলের প্রার্থী হিসেবে এখানে হাসানুল হক ছিলেন। তবে আসন্ন নির্বাচনে কামারুল আরেফিন ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন। তাঁরা ঐক্যবদ্ধ আছেন। তাঁরা দলের সবাইকে নিয়ে কামারুলকে বিজয়ী করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

এ সময় মিরপুর উপজেলার ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ফোরামের সভাপতি,

মালিহাদ ইউপির চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আকরাম হোসেন বলেন, বর্তমানে তাঁদের যে সংসদ সদস্য আছেন, তিনি কোনো যোগাযোগ রাখেন না। আওয়ামী লীগের কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না। ১৫ বছরে কোনো উন্নয়ন হয়নি এ এলাকায়। তাই মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ কামারুল আরেফিনকে জেতাতে বদ্ধপরিকর।

আকরাম হোসেন আরও বলেন,‘আমাদের মিরপুর উপজেলার চেয়ারম্যান ফোরামের ১৩ চেয়ারম্যানের মধ্যে ১১ চেয়ারম্যান এখানে আছি। আমরা ১১ চেয়ারম্যান মিলে কামারুল আরেফিনকে জয়যুক্ত করেই ঘরে ফিরব ইনশাআল্লাহ।’

দর্শনা সহ বিভিন্ন স্থানে স্বতন্ত্র প্রার্থী মীর্জা শাহরিয়া লন্টুর গণসংযোগ

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ নির্বাচনী এলাকার দর্শনা সহ বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ করেছেন সাবেক এমপি মীর্জা সুলতান রাজা’র ছোট ভাই স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর্জা শাহরিয়ার মাহমুদ লন্টু।

গতকাল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দর্শনা, উথলী, জীবননগর সহ বিভিন্ন স্থানে দিন ব্যাপী গণসংযোগ করেছেন তিনি। চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের এমপি পদপ্রার্থী স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর্জা শাহরিয়ার মাহমুদ লন্টু ঢেঁকি প্রতিক নিয়ে নির্বাচনী মাঠে ব্যাপক প্রচার প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তিনি সফর সঙ্গীদের সাথে নিয়ে ভোটারদের কাছে যেয়ে কুশল বিনিময় ও লিফলেট বিতরণ করে এবং ব্যনার, ফেস্টুন, পোস্টার ও মাইকিং সহ বিভিন্ন ভাবে নির্বচনী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন।

এ সময় তিনি বলেন, আমার প্রয়াত বড় ভাই আমার আপনার নেতা সাবেক এমপি মীর্জা সুলতান রাজা ভাই সবসময় এই এলাকার জনগণের শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে গেছেন। আজ তিনি জীবিত নাই। তাই আপনারা যদি

আপনাদের মূল্যবান ভোটের মাধ্যমে আমাকে জয়যুক্ত করে আপনাদের ও এই এলাকার এবং এলাকার মানুষের সেবা করার সুযোগ দেন তাহলে আমি দেখিয়ে দিতে চাই যে, সৎ ইচ্ছা থাকলে একজন এমপি এলাকার উন্নয়নে কতটা কাজ করতে পারে। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি এই দেশকে এবং দেশের মানুষকে স্বাধীন করার জন্য। কিন্তু যদি কোন একটি স্বার্থান্বেষী মহল চাই যে, সে বা তারা এই স্বাধীন দেশের মানুষকে জিম্মি করে, মামলা হামলার ভয় দেখিয়ে আটকে রাখবে তাহলে সেটা ভুল ভাবছেন। আমরা যুদ্ধ করেছি দেশ ও দেশের মানুষের জন্য। আজ যদি সেই মানুষের কল্যানে কাজ না করতে পারি তাহলে কেমন নেতা আমরা? আমাদের প্রত্যেকটা নেতার উচিৎ মানুষের কল্যানে কাজ করা। তাই আসুন আমরা সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একতাবদ্ধ ভাবে এই চুয়াডাঙ্গা-২ আসনকে পরিবর্তন করে সুন্দর, সুশৃঙ্খল মাদক ও দুর্নীতি মুক্ত একটি এলাকা গড়ি।

এসময় তার সাথে সফর সঙ্গী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান মনজু, দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক ভি.পি ও সাবেক জি.এস আবু সাঈদ হাসান, অ্যাডভোকেট শাহরিয়ার কবির, দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি আমির হোসেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কামাল উদ্দীন সান্টু, আওয়ামী লীগ নেতা- আব্দুল বারি, ফারুক হোসেন, এম.এ ফয়সাল প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন মিরপুর উপজেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কাশেম জোয়ার্দার; মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মর্জিনা খাতুন; চিথলিয়া ইউপির চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি এনামুল হক; বহলবাড়িয়া ইউপির চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান; তালবাড়িয়া ইউপির চেয়ারম্যান আবদুল হান্নান, বারুইপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম মন্টু প্রমুখ।